ছায়া

অনুবাদ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উষ্ণমণ্ডলের দেশগুলোয় সূর্য জ্বলে প্রচণ্ডভাবে, দাউ - দাউ ! আর সেইজন্যে মানুষজনের রঙ মেহগিনির মতো গাঢ় তাম াটে হয়েওঠে; আর সবচেয়ে গরম দেশগুলোয় পুড়ে - পুড়ে একেবারে কালো হয়ে যায় গায়ের রঙ। আমাদের বিদ্বান ম ানুষটি ঠাণ্ডার দেশ থেকে এক গরম দেশে গিয়েছিলেন, সবচেয়ে গরম দেশে অবশ্য যাননি। তিনি ভেবেছিলেন, নিজের দেশে তিনি যেভাবে চলাফেরা করতেন, সেইভাবেই বুঝি ওই দেশেও ঘোরাঘুরি করতে পারবেন ; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ভুলটা তাঁর মর্মে-মর্মে হৃদয়ঙ্গম হলো, এবং সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষের মতোই সারাদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে তাঁকে বাড়িতে বসেই সময় কাটাতে হলো। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখাতে থাকলো একটা পোড়া বাড়ির মতো যেন সেখানে কেউ থাকে ন া। আর যদি-বা কেউ থেকেও থাকে তবে তারা সবাই হয় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, নয়তো ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে আছে। স রাস্তাটার দু-পাশের উঁচু -উঁচু বাড়িগুলো তারই একটাতে তিনি আস্তানা পেতেছিলেন--- সকাল থেকে সন্ধে অব্দি প্রখর সূর্যের জ্বলজ্বলে তাপ ঝ'রে - ঝ'রে পড়তো, তার সেটা সহ্য করবার ক্ষমতা সত্যি - বলতে কাই থাকতো না। ঠাণ্ডার দেশের এই বিদ্বান মানুষটির বয়স বেশি নয়। তাঁর মনে হতে লাগলো তিনি যে গনগনে... লাল কোনো চুল্লির মধ্যে বসে আছেন। আর এই অনুভূতি তাঁকে এমনই অবসন্ন করে ফেলল যে ক-দিনের মধ্যেই তিনি শুকিয়ে রোগা হয়ে গেলেন। এমনকী তাঁর ছায়াটা অব্দি কুঁকড়ে-মুকড়ে ছোটো হয়ে গেলো, নিজের দেশে থাকার সময় তার আকার যা ছিলো তা আর নেই এখন। দিনের বেলায় সূর্য যেন ছায়াকে কেড়ে নিয়ে যায়, শুধু সন্ধেবেলায়, সূর্য ডুবে যাবার পরে গুটিশুটি মেরে ছায়া আবার এসে হাজির হয়। যেন রাত্রির হলেই তাঁরা প্রাণ ফিরে পান, তিনি আর তাঁর ছায়া। রাতে যখন ঘরের মধ্যে আলো জ্বালা হয়, তখন ছায়াটি যেভাবে দেয়ালে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়, তার শক্তিসামর্থ্য ফিরে পায় জ্যান্ত হয়ে, তখন বিদ্বান ম ানুষটির বেশ একটু অস্বস্তিই লাগে। তবে, এটা তো ঠিক , একটু হাত - পা - ছুঁড়লে ছায়া বেচারারই বা গায়েৰ জোর ফিরে আসবে কেন? তিনি নিজেও সন্ধের পর বারান্দায় গিয়ে একটু হাত - পা ছড়ান, আড় ভাঙেন; সুন্দর স্বচ্ছ আকাশে যখন তারারা বেরিয়ে আসে, তাই দেখে তিনি নিজেও যেন প্রাণের সাড়া ফিরে পান; আর স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালেন।

রাস্তার দু-পাশের সব অলিন্দেই--- বলে রাখা ভালো, উষ্ণমণ্ডলের দেশে সব জানলার সঙ্গেই একটা করে ঝুলবারান্দা ল াগোয়া থাকে--- তখন দেখা দিতো মানুষজন; একটু নির্মল খোলা হাওয়া চাই তো বাঁচবার জন্যে; মেহগিনির রঙটা যতই সহ্য হয়ে যাক না কেন, অন্তত একটু টাটকা হাওয়া না-পেলে চলে কী করে? ওপরে কি নিচে,সবখানেই তখন জেগে উঠতে া প্রাণের সাড়া। মুচি কিংবা দরজি, ছুতোর কিংবা মেথর--- অর্থাৎ নানা পেশার নানা রকমের লোক---সববাই তখন ব াইরে বেরিয়ে এসেছে। টেবিল চেয়ার বের করে আনা হতো বাইরে আড্ডা কিংবা কাজের আসর, কেউ - কেউ নিছক হেঁটে বেড়াতেই বেতো, আর কেউ - কেউ বেতো ঘোড়ায় চড়ে, টিং আ লিং টিংআ লিং করে বাজতো খচচরের গলায় ঘুন্টি, ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা পটকা ফাটাতো, হাউই ছুঁড়তো, মৃতদেহগুলো নিয়ে যাওয়া হতো কবরখানায়---যা সব লোকেরই শেষ আশ্রয়, আর কাছে কিংবা দূরে সবখানেই - গির্জের বাজতো গম্ভীর ঢং ঢং, হ্যাঁ, নিচের রাস্তাটায় সবব াই শোরগোল শু করে দিতো--- যেন একটা মেলাই বসে গিয়েছে। শুধু একটি মাত্র বাড়িতে--- আমাদের এই বিদ্বান ম ানুষটি যে - বাড়িটায় থাকতেন, ঠিক তার মুখোমুখি উলটো দিকের, বাড়িটায় কিছুরই সাড়া পাওয়া যায় না; সেটা পড়ে

থাকে শান্ত চুপচাপ, সেখান থেকে কোনো আওয়াজই আসে না----অথচ কেউ - একজন যে ও - বাড়িটায় থাকে তা বোঝা যেতো ঝোলানো বারান্দার সারি - সারি ফুলের টব দেখে, যেখানে রাশি - রাশি ফুল ফুটে আছে; জ্বলন্ত রৌদ্রের তাপেও ফুলগুলো শুকিয়ে যায়নি, বরং ঝলমল করে ফুটেআছে--- কেউ - একজন যদি নিয়ম করে ঝাঁঝরি দিয়ে জল না - দিতো তাহলে ফুলগুলো তো কবেই মরে যেতো, অমন করে ফুটতেই পারতো না। তাতেই বোঝা যেতো কেউ - একজন নিশ্চয়ই ফুলগাছগুলোয় জল দিয়ে যায়, আর তাইতেই তো প্রমাণ হয়ে যায় যে কেউ একজন নিশ্চয়ই ও-বাড়িতে থাকে; তাছাড়া জানলাগুলোও খুলে দেয়া হতোসন্ধ্যের দিকে, আর যদিও ভেতরটা অন্ধকারই থাকতো--- অন্তত সামনের ঘরটায় যে কোনো আলো জ্বলে না সেটা তো স্পষ্টই দেখতে পেতেন বিদ্বান ভদ্রলোক--- ভেতর থেকে ভেসে আসতো গান - বাজনার শব্দ। বিদ্বান ভদ্রলোকের কানে ওই গানবাজনার সুর ভারি মধুর লাগতো--- কিন্তু সেটা অবিশ্যি তার কল্পনাও হতে পারে--- হয়তো সুরগুলো তেমন ভালোই নয়; কিন্তু অ্যাদ্দিনে বিদ্বান ভদ্রলোকের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা গজিয়ে গেছে যে অমন মারাত্মক রোদ্দুর না - হলে গরমের দেশের সবকিছুই ভারি অপরূপ হতো। তাঁর বাড়ির মালিক বলেন যে ওই মুখোমুখি বাড়িটায় যে কারা থাকে তা তিনি জানেন না, কারণ কেউই কোনোদিন ও - বাড়ির লোকজনদের চর্মচক্ষে দ্যাখেনি; আর ওই গানবাজনার আওয়াজ বাড়িওলার ভারি একঘেয়ে লাগতো; রোজ - রোজ একই সুর শুনে- শুনে তাঁর কান একেবারে প'চে গিয়েছিল, ত্যক্তবিরক্ত লাগতো ওই সুর শুনে। তাঁর নাকি মনে হয় কেউ যেন একটা বাজনাই বার - বার রেওয়াজ করে চলেছে--- সবসময়েই একই বাজনা, একই সুর, একই গান, অথচ তাও বোধহয় ভালো করে বাজাতে পারছে না।

এক রাত্তিরে এই বিদেশি বিদ্বান ঘুম থেকে জেগে উঠলেন--- গরমের জন্যে জানলা খোলা রেখেই ঘুমুতেন তিনি--- হাওয়ায় পর্দাটা একটু সরে - সরে গেলো---আর তাঁর মনে হলো কেমন এক আশ্চর্য আভা যেন ভরিয়ে তুলছে উলটোদিকের বাড়ির বারান্দাটা, সমস্ত ফুল যেন রকমারি কত রঙে ঝলমল করে উঠেছে। সবচেয়ে - সুন্দর কোনো আগুনের শিখার মতো ; আর সেই ফুলগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক পাৎলা দীঘল ছিপছিপে রূপসী তণী, মনে হলো সেও যেন ওই ফুলগুলোর মতোই ঝলমল করছে লাবণ্যে। বিদ্বানের চোখ যেন ঝলসেই গেলো। একলাফে তিনি বিছানা ছেড়ে নামলেন। খুব চুপি - চুপি সন্তর্পণে গিয়ে দাঁড়ালেন পর্দার পেছনে, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই সেই অপরূপ রূপ ও উধাও হয়ে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে উজ্জ্বলতার সেই লাবণ্য, ফুলগুলি কিন্তু আছে, তেমনি, অন্য দিনের মতোই, কিন্তু একটুও আর যেন ঝলমল করছে না। কিন্তু খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসছে পৃথিবীর সবচেয়ে - সুন্দর গানের সুর, যা একেবারে সত্তার ভেতরটায় গিয়ে যেন সেঁধিয়ে যায়, আর জাগিয়ে তোলে মধুরতম অনুভূতি আর ভাবনা। এ যেন এক আশ্চর্য কুহক! কে থাকে ওখানে? কে থাকতে পারে? ঢোকবার দরজাটা কই---কোথায় সেই সোনার দুয়ার যার দেয়ালটা পেরিয়ে কেউ গিয়ে ঢুকতে পারে ওখানে? নিচের তলাটা তো হরেক রকম দোকানপশারে ভর্তি, দোকানের মধ্যে দিয়ে তো আর কেউ যাওয়া - আসা করতে পারে না।

একদিন সন্ধেবেলায় বিদেশি তাঁর অলিন্দে বসে আছে। আর যেহেতু তাঁর পেছনে ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছিলো, স্বভাবত তাঁর ছায়া গিয়ে পড়েছিলো উলটো দিকের ওই রহস্যময় বাড়িটার দেয়ালে। হ্যাঁ, ওইখানে সে বসে আছে ওই ঝোলানো বারান্দাটায়, রাশি- রাশি ফুলের মধ্যে, আর যখনই বিদেশি নড়ছেন তাঁর সেই ছায়াও নড়ছে, কারণ ছায়াদের তো সেটাই স্বভাব।

'যদ্দুর বুঝতে পারছি আমার ওই ছায়াই ওখানকার একমাত্র জ্যান্ত প্রাণী', বিদেশি বিদ্বান বললেন, 'কেবল একবার দ্যাখো, কেমন নবাবি চালে আয়েস করে সে বসে আছে ফুলের মধ্যে। তা ওর মগজটায় যদি কোনো বুদ্ধিথাকে তো, জানলাটা যখন খোলা, ওর উচিত ভেতরটায় ঢুকে পড়া, গিয়ে দেখা সবকিছু, চারপাশ, আর ফিরে এসেআমাকে বলা সেখানে ও কী-কী দেখতে পেয়েছে। নিজেকে কাজে লাগানো উচিত তোমার', মজা করে বললেন তিনি তাঁর ছায়াকে, 'অনুগ্রহ করে একবার ভেতরে যান, কী, যাচ্ছো তো?' ছায়ার দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর মাথা হেলালেন, আর ছায়াও হুবহু তাঁরই মতো তেমনি মাথা হেলিয়ে সাড়া দিলে। 'তাহলে আসুন গিয়ে এবার, তবে একেবারেই থেকে যাবেন না যেন।' এই বলে বিদেশি বিদ্বান উঠে দাঁড়ালেন, আর উলটো দিকের ঝুলবারান্দায় ছায়াটিও তা-ই করলে; বিদেশি ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন, ছায়াও ঘুরে দাঁড়ালেন, আর কেউ যদি একটু মন দিয়ে তখন দেখতো তো দেখতে পেতো বিদেশি যেই তাঁর নিজের কামরায়

ঢুকে পড়লেন, ছায়াটি উলটোদিকের ওই আর্ধেক - খোলা জানালাটা দিয়ে ওই বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়লো।
পরে দিনে সকালবেলায় বিদেশি রোজকার নিয়মমাফিক গেলেন খবরকাগজ সহকারে কফি খেতে। 'আরে! এটা আবার কী কাণ্ড'! রোদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক গলায় বলে উঠলেন তিনি। 'আমার ছায়াটা সঙ্গে নেই দেখছি!' তাহলে ক াল রাত্তিরে সে সত্যি- সত্যি চলে গিয়েছে আর, এত বেলা হলো, এখনও ফেরেনি! না, এ তো ভারি মুশকিল হলো, আম ার বেশ খারাপই লাগছে এখন!'
মনে - মনে একটু উদ্বিগ্নই হয়ে পড়লেন বিদেশি, একটু উত্ত্যক্তও; ছায়া চলে গেছে বলে নয়, আসলে তাঁর নিজের দেশে সববাই ছেলেবেলা থেকেই একজনের একটা গল্প জানে যে নিজের ছায়াকে হারিয়ে ফেলেছিলো। কাজেই দেশে ফিরে গিয়ে তিনি যদি তাঁর নিজের কথাটা বলেন তবে লোকে বলবে যে তিনি নকল করেছেন মাত্র, অথচব্যাপারটা তো সূর্যের অ ালোর মতোই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাজেই, মনে - মনে তিনি ঠিক করে নিলেন যে এই সম্বন্ধেঘুণাক্ষরেও তিনি কাউকে কিছু বলবেন না---সেটা অবশ্য বেশ-একজন বুদ্ধিমান মানুষেরই সিদ্ধান্ত হলো।
রাত্তিরে তিনি আবার গেলেন অলিন্দে, যাবার আগে এমনভাবে আলো জ্বেলে রাখলেন যেন তা ঠিক তাঁর পেছনে হয়, ক ারণ তিনি জানতেন যে প্রত্যেক ছায়াই চায় তার মালিককে আলোর মাঝখানে পেতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছায়ার কোনে া হদিশই করে উঠতে পারলেন না; নিজেকে তিনি ছোটো করলেন, নিজেকে তিনি বড়ো করলেন, এদিকে হেললেন, ওদিকে বেঁকলেন, কিন্তু কোনো ছায়ারই পাত্তা পাওয়া গেলো না। 'আয়! আয়! বার - বার তিনি বললেন, 'হেক! হেক! মুখের মধ্যে জিভ নেড়ে এমনিতর কত আওয়াজ করেন, কিন্তু তাতে কোনো ফলই হলো না।
ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে চমকে দেবার মতো, কিন্তু উষ্ণমণ্ডলের দেশগুলোর সবকিছুই খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, কাজেই এক হপ্ত া যেতে - না - যেতে দাণ খুশি হয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, রোদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে আর একটা নতুন ছায়া তাঁর পায়ের কাছে নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। পুরোনো ছায়াটা গেছে বটে, কিন্তু এই থেকেই বোঝাযায় তার শেকড়টা থেকে গিয়েছিলো। তিন হপ্তার মধ্যেই তিনি এক প্রমাণ মাপের ছায়াকে ফিরে পেলেন, উত্তর দেশে পৌঁছুবার পথের সেই ছায়াই একটু - একটু করে বাড়তে লাগলো, শেষকালে এমন হয়ে উঠলে যে একটা এমনইনাদুশ নুদুশ আর ঢ্যাঙা হলো যে তার আদ্ধেকটা থাকলেই যথেষ্ট হতো।
অবশেষে বিদ্বান ভদ্রলোক দেশে ফিরে এলেন বড়ো - বড়ো সব বই লিখলেন সত্য, শিব আর সুন্দর সম্বন্ধে। আর এইভ াবেই অনেকগুলো বছর কেটে গেলো।
একদিন সন্ধেবেলায় তিনি যখন তাঁর ঘরে বসে আছেন, এমন সময় দরজায় কে যেন আস্তে - আস্তে কড়া নাড়লে।
তিনি ডাক দিলেন, 'ভেতরে আসুন, কিন্তু, কই, কেউ তো এলো না। এই দেখে তিনি নিজেই উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। দরজার সামনে এত রোগা পাতলা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন যে তাঁকে দেখেই মনের মধ্যে অদ্ভুত সব অনুভূতি হতে লাগলো।
তিনি জিগেস করলেন, 'কার সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য হচ্ছে আমার?
'হুম ঠিক এই রকমটাই আমি আশা করেছিলুম', রোগা ভদ্রলোক বললেন। 'ঠিকই ভেবেছিলুম যে তুমি আমাকে চিনতে প ারবে না। তা, কী করেই বা পারবে? আমার নিজের একটা রক্তমাংসের শরীর আছে এখন, দেখছোতো কেমন জ্যান্ত আছি, আর শরীর ঢেকে আছে কেমন কেতাদূরস্ত হালফ্যাশানের পোশাক। তুমি কখনও স্বপ্নেও ভাবোনি যে আমাকে এমন বহাল তবিয়তে দেখতে পাবে! তোমার পুরোনো ছায়াকে দেখেও কি তুনি চিনতে পারছো না? কখনো নিশ্চয়ই ভাবোনি যে আমি আবার ফিরে আসবো! তোমার সঙ্গ ছাড়বার পর থেকে আমার সবকিছুরই দাণ উন্নতি হয়েছে, সবদিক দিয়েই আমি এখন একজন বড়োলোক, দস্তুরমতো ধনী। কাজেই যদি কোনোদিন দরকার হয় তো আমি তোমার কাছ থেকে আমার স্ব াধীনতা কিনে নেবো, তাতে যত টাকা লাগে লাগুক, এই স্বাধীনতা কিনে নেবার মতো সঙ্গতি আমার আছে,' এইসব কথা যে যখন তড়বড় করে বলছিলো তখন সে তার ঘড়িকব্জিথেকে ঝুলতে থাকা দাণ দামি এক সারি চুনি-পান্না বসানো চেনট াকে টুং টাং করে বাজাছিলো, তার আর আঙুল খেলা করে বেড়াচ্ছিলো তার গলায় পরা ভারি বড়ো সোনার চেনটায়। আর তার আঙুলে জ্বলজ্বল করছিলো দামি - দামি হিরে বসানো আংটি।
'এ - সবের মানে কী?' চেঁচিয়ে উঠলেন বিদ্বান ভদ্রলোক। 'আমার কি মাথাটাই গেছে! চমকটা এখনও কাটিয়ে উঠতে প

ারছি না যে!'
'তা, ব্যাপারটাকে অবশ্য সত্যিই চমকপ্রদ বলতে হবে। অসাধারণ ব্যাপার বৈকি', ছায়া বলল, 'কিন্তু তুমিনিজেও তো একটু অসাধারণ ছিলো চিরকাল, আর পাঁচজন লোকের মতো তো আর ছিলে না কখনও। আর তুমিতো এও জানো যে সেই ছেলেবেলা থেকেই আমি চিরকাল তোমার পায়ে - পায়েই ঘুরঘুর করেছি। তোমার পদক্ষেপে মাড়িয়ে - মাড়িয়েই বড়ো হয়ে উঠেছি। যখন বুঝতে পারলাম যে পৃথিবীতে একা-একা ঘুরে বেড়াবার মতো এলেম আমার হয়েছে, আমি তোম ার সঙ্গ ছেড়ে একা - একাই বেরিয়ে পড়লুম পৃথিবীর পথে। এখন তো আমার দারণ রমরমা চলেছে। কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার পর ভেতরে - ভেতরে একটা অদম্য ইচ্ছে জেগে উঠলো তোমার মৃত্যুর আগে তোমাকে একবার দেখবার জন্যে বড্ড ইচ্ছে করলো। আর তুমি তো জানো যে তোমার মৃত্যু একদিন হবেই, অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া নিজের দেশটাকে দেখবার ইচ্ছেটাও ছিলো, নিজের জন্মভূমির মায়া কাটানো ভারি শক্ত। আমি জানি, তোমার এখন আরেকটা ছায়া আছে ; তা অ ামার ঋণশোধের মাশুল হিশেবে কাকে এখন আমি টাকাটা দেবো তোমাকে, না তোমারও নুতন ছায়াকে। লজ্জার কিছু নেই, সোজাসুজি বলেই ফ্যালো, বললেই টাকাটা এক্ষুনি দিয়ে দিই।'
'সত্যিই কি সেই তুমি?' বিদ্বান ভদ্রলোক বললেন। 'খুবই আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু। তোমায় না - দেখলে আমি তো কখনও বুঝতেই পারতুম না যে কখনও কা পুরোনো ছায়া জ্যান্ত মানুষ হয়ে গিয়ে একদিন ফিরে আসতে পারে!'
'কত টাকা দিতে হবে আমাকে' , ছায়া আবারও বললে। 'আমি কিন্তু বাপু কা কাছে ঋণী হয়ে থাকতে ভালোবাসিনে।'
' এ-সব কথা তুমি বলছোটা কী?' বিদ্বান ভদ্রলোক বললেন। 'ঋণের কথাটা উঠছে কী করে? তুমি একটা জলজ্যান্ত লে াক, কোনো জীবন্ত মানুষের মতোই তুমি স্বাধীন। আমি বরং তোমার সৌভাগ্য দেখে সত্যি খুব খুশি হয়েছি। ভেতরে এসো বোসো, তুমি তো আমার পুরোনো বন্ধুই। বরং আমায় খুলে বলো কী করে এই সমস্ত ব্যাপার ঘটলো। আর ওই গরমের দেশটায় উলটো দিকে বাড়িটার মধ্যে কী-কী তুমি দেখেছিলে?'
'হ্যাঁ, আমি তোমাকে সবকিছুই খুলে বলবো', বসতে - বসতে ছায়া বললে। 'কিন্তু তার আগে তোমাকে কথা দিতে হবে যে এই শহরের কাউকেই তুমি বলবে না যে এককালে আমি তোমার ছায়া ছিলুম। বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছি। কারণ সংসার চালাবার মতো ঢের ধনদৌলত আমার আছে।'
'তোমার কোনো ভাবনা নেই, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো,' বিদ্বান ভদ্রলোক তাকে আশ্বস্ত করলে। 'তুমি যে আসলে কী, সে - কথা আমি কাউকে বলবো না।'
এতো পুরোদস্তুর একজন মানুষই হয়ে উঠেছে, এই ছায়া, এ-ব্যাপারটাকে অসাধারণ বা তাজ্জব ব্যাপার বলা ভিন্ন কোনে া উপায় নেই; তার পরনে কালো পোশাক, খুবই দামি সব জামাকাপড়, দামি চকচকে প্যান্ট চামড়ারজুতো, আর একটা দ ামি টুপি; তাছাড়া আছে চুনিপান্না বসানো সোনার চেন, আর দামি - দামি হিরের আংটি। সাজপোশাকের বাহার দেখে কেই বা বলবে যে এককালে সে মানুষ ছিলো না।
'এবার আমি আমার কথা শু করবো', গ্যাঁট হয়ে বসে ছায়া বললে। সে তার চকচকে চামড়ার জুতে পরাপা রাখলেন বিদ্ব ান ভদ্রলোকের নতুন ছায়ার ওপর, বেশ ছাপই দিয়ে পা রাখলেন সে নতুন ছায়ার ওপর। ব্যাপারটাহয় তার দেমাক বা গুমোরের লক্ষণ, নয়তো তার আশা যে নতুন ছায়াটা এখন থেকে তারই গায়ে যেন আটকে থাকে, নতুন ছায়া কিন্তু হাত-পা মুড়ে সুস্থির রইলো, তবে নিশ্চয়ই সে কানখাড়া করে সবকিছু শুনতে পাচ্ছিলো, জানতে চাচ্ছিলো মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে কী করে নিজেই নিজের প্রভু হয়ে উঠতে পারে, মানুষের মতো মানুষ হতে পারে।
'উলটোদিকের বাড়িটায় কে থাকতো, তুমি জানো? ' ছায়া বললে, 'কবিতা। সেখানে আমি তিন হপ্তা ছিলুম, সেই তিনটি সপ্তাহ যেন ঠিক তিন হাজার বছর বাঁচবার মতন দীর্ঘ, যা কিছু লেখা হয়েছে রচিত হয়েছে, সমস্তপড়েছিলুম তখন--- তা-ই পড়ে - পড়ে দিন কাটাতে হয়েছিলো আমার । এখনও পড়াশনো করি, অভ্যেসটা রক্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো, আর ছ াড়তে পারিনি--- তবে আমি কোনো ভুল করিনি। সবকিছু আমি দেখেছি, সবকিছু আমি জানি।'
'কবিতা?' বিদ্বান ভদ্রলোক অবাক গলায় বলে উঠলেন। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বড়ো - বড়ো শহরে অন্ধকারে আড়ালে,আশ্রয় নেন সন্ন্যাসীদের মতো। আহা, মুহূর্তের জন্যে তাঁকে আমি দেখেছিলুম, কিন্তু তখন আমি ছিলুম ঘুমের ঘোড়ে, আধোঘুমন্ত। তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন অলিন্দে, উত্তুরে আলোর মতো জ্বলজ্বল করছিলো তাঁর অপরূপ আভা!' কিন্তু বলো, তারপর

কী হলো। বলো, সব বলো তুমি তো অলিন্দে ছিলে, জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলে, আর তারপর-----'
'আর ভেতরে ঢুকেই আমি নিজেকে দেখতে পেলুম একটা অ্যান্টিমের মধ্যে', ছায়া উত্তর দিলে। 'সেখানে কিছুই দেখবার জো ছিলো না, কারণ ঘরটা ছিলো অন্ধকারের সমুদ্রে ডুবে। কিন্তু অন্যদিকে সারি - সারি ঘরে দরজা ছিলো খোলা, প্রত্যেকটা ঘরেই জ্বলছিলো আলো। দেবীর কাছে গেলে অনেকগুলো তলোয়ার নিশ্চয়ই আমার মাথা কেটে ফেলতো একটু বেশামাল হলে এগুলো সব শেষ হয়ে যেতো; আলোর স্পর্শে আমি নিশ্চয়ই মরেই যেতুম, কিন্তু ধৈর্য আর বুদ্ধি ক াজে খাটিয়ে তাড়াহুড়োর হাত থেকে রেহাই পেয়েছি----- যে- কোনো বুদ্ধিমান লোকেরই তো তা-ই করা উচিত।'
'তারপর তুমি কী দেখলে সেখানে? ' বিদ্বান ভদ্রলোকের আর তর সইছে না।
'সবকিছু', ছায়া উত্তর দিলে, 'আমি দেখেছি সবকিছু, জেনেছি সবকিছু।'
'ঘরের মধ্যে কী - রকম দেখাচ্ছিলো? তা কি ছিলো কোনো সবুজ বনানী ? তা কি ছিলো কোনো পবিত্র গির্জের অভ্যন্তর? ঘরগুলো কি ছিলো তারা জ্বলা আকাশের মতো?
'সবই ছিলো সেখানে', ছায়া বললে, 'কিন্তু আমি তক্ষুনি ভেতরে ঢুকিনি। অ্যান্টিমে, অন্ধকারেই ছিলুম আমি, তবে সেখান থেকেই ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলুম সবকিছু; আমি দেখেছি সবকিছু এবং জেনেছি সবকিছু; কবিতার দেবীর রাজসভার আরও ওই অ্যান্টিমে দু-জায়গাতেই আমি উপস্থিত ছিলুম।'
'কিন্তু তুমি কী দেখেছিলে? ধূসর প্রাচীনতার সব দেবতাই কি সেখানে জড়ো হয়েছিলেন? সুদূর অতীতের বীরপুষেরা কি লড়াই করছিলেন সেখানে? বাচচারা কি খেলা করছিলো সেখানে? তাদের স্বপ্নের কথা কি বলাবলি করছিলো।'
'তোমাকে তো আমি বলেছি যে আমি সেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলুম, তুমি ধরে নিতে পারো যে দেখবার মতো যা-কিছু ছিলো, সবই আমি দেখেছি। তুমি যদি সেখানে যেতে তো তুমি একজন মানুষই থেকে যেতে, অথচ আমি ছায়া থেকে মানুষে বদলে গেলুম, আর সেই সঙ্গে আমার আকৃতি প্রকৃতি আর কবিতার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্বন্ধ কী--- সে-সবও জ ানতে বুঝতে শিখলুম। আমি যখন তোমার কাছে থাকতুম, তখন আমি কোনো বিষয়েই কিছুই জানিনি; কিন্তু, তুমি তো জ ানো যে সবসময়েই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় আমি আশ্চর্য ভাবে বড় হয়ে উঠতুম, আর চাঁদের আলোয় আমি তোম ার চেয়েও চিকন, ছিমছাম, মসৃণ হয়ে যেতুম। তখন আমি আমার প্রকৃতি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, কিন্তু সেই অ্যান্টিমে সবই আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিলো। আমি মানুষ হলুম, পুরোদস্তুর শরীর দিয়ে একটা স্পষ্ট চেহারা নিয়ে আমি বেরোলুম সেখান থেকে, কিন্তু তুমি ততক্ষণ ওই গরমের দেশে ছেড়ে চলে এসেছো। নিজের চেহারার জন্যে তখন আমার লজ্জার আর সীমা ছিলো না, পোশাক - আশাক জামাজুতোর দরকার ছিলো আমার, সেই সবই তো মানুষকে মানুষ করে তোলে। একটা আশ্রয় খুঁজলুম আমি--- হ্যাঁ, আমি তোমাকে সেই কথাও বলতে পারি, কারণ তুমি তো তা বই লিখে ছাপাতে চাচ্ছো না। --- আমি আশ্রয় খুঁজলাম টিওয়ালির ঘাঘরার পেছনে। সেখানে আমি লুকিয়ে রাখলুম নিজেকে, অ ার সে বুঝতেও পারেনি কতকিছু সে লুকিয়ে রেখেছে। রাত্তির অব্দি আমি ওই ভাবেই লুকিয়ে ছিলুম, রাত নিশুত হয়ে গেলে বেরোলুম আবার, চাঁদের আলোয় রাস্তায়- রাস্তায় ছুটে বেড়ালুম, নিজেকে আমি ছড়িয়ে রাখলুম দেয়ালের গায়ে, অমন ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালে বেশ শুড়শুড়ি লাগে কিন্তু পিঠে, আমি এদিকে ছুটে যাই, ওদিকে ছুটোছুটি করে বেড়ালুম ওপরে নিচে, এমনকী সবচেয়ে উঁচু একটা জানালার মধ্য দিয়েও তাকিয়েছিলুম তখন। অন্য - কেউ যা দেখতে পারে না, পায় না, এবং অন্য-কা যা দেখবার কথাও না, তা পর্যন্ত আমি দেখেছি। দেখে - দেখে বুঝলুম এটা হলো একটা খারাপ পৃথিবী, বদ, মন্দ, গোলমেলে, আর আমি হয়তো কখনও মানুষই হতুম না যদি-না কতগুলো প্রথা প্রচল মেনে নিয়ে অন্তত একটুখানি গুত্বের স্থান হতো এই পৃথিবী। কি মেয়ে, কি পুষ, বাচচা কিংবা বড়ো, ছেলেমেয়ে, বাবা - মা, ---সকলের মধ্যেই আমি দেখেছি কত - যে অবিশ্বাস্য জিনিশ। আমি দেখেছি; ছায়া বললে, 'যা কেউ জানে না, অথচ সববারই যা ইচ্ছে করে জ ানতে--- পাড়াপড়শির দোষত্রুটি, চারপাশের সব কেলেঙ্কারি। যদি আমি কোনো বই লিখতুম তো হু-হু করে কাটতো সেট া, সববাই দাণ আগ্রহ নিয়ে পড়তো; কিন্তু আমি বই - টই না - লিখে সোজাসুজি লোকদের কাছে ব্যক্তিগত সব চিঠি লিখেছি, যে শহরেই পা দিয়েছি সেই শহরেই উঠেছে চমক আর আতঙ্ক- ভয়ে সববাই কুঁকড়ে গেছে--- উঠেছে শোরগে াল, মৌচাকে ঢিল পড়লে যেমন হয়। সকলেই আমাকে এত ভয় করতো যে কী বলবো, অথচ তারা কিন্তু আমাকে ভালোও বাসতো খুব, নিজেদেরই একজন বলে ভাবতো। অধ্যাপকেরা আমায় বানিয়ে তুলতো, দরজিরা আমার জুগিয়ে যেতো হ

ালফ্যাশানের সব নতুন - নতুন পোশাক। কাজেই আমার জীবনধারণের বেশ একটা সুরাহাই হয়ে গেলো। উপহার যে কত পেয়েছি তার তো কোনো ইয়ত্তাই নেই, আর সে - সব কী উপহার--- একেবারে তাক লাগিয়ে দেবার মতো, আর মেয়েরা আবিষ্কার করতো যে আমি নাকি ভারি সুপুষ। ওইভাবেই আমি সেই মানুষ হয়ে উঠলুম। যে - চেহারায় এখন তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছো। হাঁ, এবার আমার কিন্তু উঠতে হবে। এই - যে আমারকার্ড। আমি রোদের দেশেই থাকি, তবে বর্ষাবাদলের দিনে সবসময়েই দেশে ফিরে আসি, বাড়ি থাকি।' এই বলে ছায়া চলে গেলো।

'ভারি আশ্চর্য তো', বিদ্বান ভদ্রলোক নিজেকেই শোনালেন, 'তাজ্জব একটা চমক!'

'কী ? তোমার দিন কেমন কাটছে? পৃথিবী কী বলে তোমার সম্বন্ধে?'

'ওঃ! সে - কথা বলে আর লাভ নেই।' বিদ্বান ভদ্রলোক বললেন। 'আমি লিখি সত্য, শিব, সুন্দরকে নিয়ে, কিন্তু কেউই সে-সব কথার কোনো তোয়াক্কা রাখে না, তারা এ - সম্বন্ধে কিছু শুনতেই চায় না, কোনো পারোয়াই করে না আমার লেখালেখির। তাই দিন - দিন আমাকে বড্ড হতাশ হয়ে পড়তে হচ্ছে। লোকের এই মনোভাব দেখে আমার যে কী কষ্ট হয়, সে আর তোমাকে কী বলবো!'

'লোকের কোনো মনোভাবই আমাকে একটুও বিচলিত করতে পারেনা--- খামকা তাদের নিয়ে মনখারাপ করতে যাবো কেন? আমি তাদের আমার মনের ধারে - কাছেই ঘেঁসতে দিইনি,' বললে ছায়া। আমি রবং দিন - দিন আরো মোটা হচ্ছি--- সববারই মোটাসোটা আর ফুর্তিবাজ হয়ে ওঠা উচিত। তুমি বাপু এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার যোগ্য নও, কতগুলো বস্তাপচা ধারণা আঁকড়ে ঘরের কোণে মুখ গুঁজে পড়ে আছো। শেষটায় তুমি একটা বিষম কোনো অসুখ বাঁধিয়ে বসবে। তোমার বরং এই ঘরের কোণ ছেড়ে বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়া উচিত--- মাঝে মাঝে বেড়াতে গেলেও তো পারো। বিদেশ ভ্রমণে যাবে নাকি? এবার গ্রীষ্মকালে আমি একটু বিদেশ বেড়াতে যাবো, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? একজন পথ চলার সঙ্গী থাকলে বেশ ভালো হতো। তুমি কি আমার ছায়া হয়ে আমার সঙ্গে -সঙ্গে যাবে? তোমাকে সাথে নিয়ে যেতে পারলে খুবই সুখী হতুম আমি--- খরচাপাতির জন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। তোমার সব খরচ পত্র আমিই দেবো।'

'এতো দেখছি পাগলের প্রলাপ?' বিদ্বান ভদ্রলোক বললেন। 'শেষকালে তোমার মাথাটাই গেছে বুঝি?'

'তা অবশ্য নির্ভর করে তুমি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে দেখছো, তার ওপর, ছায়া বললে, 'পৃথিবী এই রকমই, আর এমনটাই থাকবে।' এই বলে সে চলে গেলো।

বিদ্বান ভদ্রলোকের দুর্ভাগ্যের শেষ ছিলো না। একের পর এক চিন্তাভাবনা মানসিক অশান্তি এসে তাঁকে ছেঁকে ধরলে; আর সত্য, শিব, সুন্দর সম্বন্ধে যা - যা তিনি লিখেছিলেন, বেশির ভাগ লোকের কাছেই তার তেমন কদর হলো না--- তাদের কাছে তা তেমনই লাগলো যেমন লাগে কাকের কাছে গোলাপ।। শেষটায় তিনি একেবারে শক্ত একটা অসুখ বাঁধিয়ে বসলেন।

'তোমাকে একেবারে ছায়ার মতো দেখাচ্ছে,' লোকে তাঁকে বলতে শু করলে। আর এই কথাটা শুনেই বিদ্বান ভদ্রলোকের সারা শরীর শিউরে উঠতো।

'তোমার হাওয়া বদল দরকার', ছায়া যখনই আসতো তখনই এ-কথা বলতো। 'তোমার উচিত এমন - কোনো জায়গায় যাওয়া যেখানে উষ্ণ স্নানের ব্যবস্থা আছে, স্পা আছে। এছাড়া আর - কিছুতেই তোমার রোগ সারবে না। পুরোনো বন্ধুত্বের খাতিরে আমিই তোমাকে নিয়ে যাবো। সব খরচ আমারি, আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে পারবে তুমি, আর তা শুনে শুনে আমার সন্ধেটা কাটবে। উষ্ণ স্নান আমারও দরকার, আমার যাবার ইচ্ছে সেখানে, কারণ আমার দাড়িটা ঠিক ভালোমতন গজাচ্ছে না। অথচ অ্যাদ্দিনে তো দাড়ি গজিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। তাও তো এক ধরনের অসুখই বলতে পারো। কারণ প্রত্যেকেরই দাড়ি থাকা উচিত। এখন একটু বুদ্ধিমান হও, আমার কথা শোনো। আমরা বন্ধু হিশেবেই বেড়াতে বেবো।'

তো শেষটায় তারা বেড়াতে বেলো। ছায়া প্রভু হিশেবে, আর প্রভুটি এখন ছায়া। তারা গাড়িতে চড়তো একসঙ্গে, পাশাপাশি, একেক সময়ে সামনে পেছনে, সূর্য ঠিক কোথায় আছে সেই অবস্থান বুঝে। ছায়া নিজের জায়গাটা ঠিক করে নিতো, আর সব ব্যাপারেই নিজের সর্দারি জাহির করতো। বিদ্বান ভদ্রলোক তাতে অবিশ্যি কোনোই আপত্তি করতেন না, কারণ ম

ানুষ হিশেবে তিনি ছিলেন শাদাসিধে আর সহজ সরল।
এইভাবে তারা যেখানে এসে পৌঁছুলো সেখানে উষ্ণ স্নানের ব্যবস্থা আছে--- সেখানে আগে থেকেই বিস্তর বিদেশি এসে জড়ো হয়েছে। এই ভিড়ের মধ্যে ছিলো এক রাজার এক রূপসী মেয়ে। রাজকন্যার অসুখ ছিলো এটাই যে তিনি সবকিছুই খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পারতেন, আর তাইতো সাংঘাতিক মন খারাপ হয়ে যেতো তাঁর।
রাজকন্যা তক্ষুনি ধরে ফেললেন যে এই নতুন আগন্তুক দুজন অন্যদের চাইতে একেবারে আলাদা ধরনের।'শোনা যাচ্ছে সে এখানে এসেছে তার দাড়ি গজাচ্ছে না বলে, কিন্তু আমি আসল কথাটা জানি, তার কোনো ছায়া নেই।
তাঁর কৌতূহল এতটাই উস্‌কে উঠলো যে রাজকন্যা তক্ষুনি এই অচেনা আগন্তুকটির সঙ্গে আলাপ করে ফেললেন। রাজার মেয়ে তো, তাই বেশী কথাবার্তা বলা তাঁর স্বভাবে ছিলো না, একেবারে সোজাসুজি মূল কথাটাতেই পৌঁছে যেতেন তিনি, তাই তিনি বললেন, 'আপনার অসুখটা তো এই যে আপনার কোনো ছায়া পড়ে না।'
'রাজকন্যা এর মধ্যেই অনেকটা সেরে উঠেছেন দেখছি', ছায়া বললে। 'আমি জানি আপনার রোগটা ছিলো সবকিছু বড্ড-বেশি পষ্টাপষ্টি দেখে ফেলা, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি সেই অসুখটা এখন আর নেই আপনার। আপনি প্রায় সেরেই গিয়েছেন এখন আমার শুধু ছায়াই নেই, সেই ছায়াটা আবার একটু বেয়াড়া গোছেরও। অন্য-সবলোকদের থাকে সাধারণ একটা ছায়া, কিন্তু যা সাধারণ, সববাইকার থাকে, তা-ই আমি অপছন্দ করি। লোকে অনেক সময় তাদের ভৃত্য বা কর্মচারীদের নিজেরা যা পরে, তার চাইতেও ভালো পোষাকআশাক দেয়। আমি তো আমার ছায়াকে প্রায় একজন মানুষই বানিয়ে তুলেছি--- মানুষের মতো সাজিয়ে নিয়েছি। ওই - যে লোকটা সবসময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে তাকে কি আপনি দেখতে পাননি? সে-ই আমার ছায়া, আর আপনি খেয়াল করলে এও দেখতেপাবেন যে আমি তাকেও একটা আলাদা ছায়া দিয়ে দিয়েছি--- সেটা শুধু তারই, নিজস্ব ছায়া। সাধারণ সব কাজকারবারের বাইরে যা-কিছু, সেইসবই আমার ভালো লাগে। সেজন্য অবশ্য বিস্তর খরচ হয়ে যায়, তবে তাতে আমার কোনো আপশোশ নেই।'
'তাহলে কি', রাজকন্যা নিজেকেই বললেন, 'আমি সুস্থ হয়ে গেছি? হাওয়া - বদলের এই জায়গাটা তো দাণ দেখছি। তাছাড়া সমুদ্দুরের হাওয়ারও অনেক গুণ, নিশ্চয়ই এখানকার আবহাওয়াতেই অদ্ভুত শক্তি আছে। আমি কিন্তু এখন আর এ-জায়গাটা ছেড়ে নড়ছিনে। এখনই তো জায়গাটার আকর্ষণ আরো বেড়ে উঠলো। এই আগন্তুকটির সঙ্গে আলাপ জমাতে ভালোই লাগছে। এখন এঁর যেন চটপট বেশি দাড়ি গজিয়ে না যায়, দাড়ি গজালে তো ইনি এখান থেকে চলে যাবেন।
রাত্তিরে রাজকন্যা ছায়ার সঙ্গে নাচলেন। রাজকন্যা নিজে ছিলেন হালকা, ছিমছাম, কিন্তু ছায়া তাঁর চেয়েও হালকা। নাচের এমন অংশিদার এর আগে রাজকন্যা কখনও পাননি। নাটতে - নাচতেই তিনি ছায়াকে বললেন, তিনি কোন দেশ থেকে এসেছেন, আর ছায়া তা আগেই জানতো, রাজকন্যা যখন দেশে ছিলেন না তখন ছায়া সে - দেশে গিয়েও ছিলো। সে রাজপ্রাসাদের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেও ছিলো, ওপর থেকে দেখেছে, নিচে থেকে দেখেছে, আর তাই জানে সেখানকার সবকিছুই, কাজেই সে এমন - সব ব্যাপারে ইঙ্গিত করতে লাগলো, যা রাজকন্যাকে দস্তুরমতো অবাক করে দিলে। ছায়া নিশ্চয়ই পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ, নইলে এত - সব কথা তিনি জানেন কী করে? রাজকন্যার ভারি শ্রদ্ধা হলো তাঁর জ্ঞানের বহর দেখে। আবার যখন ছায়া তাঁর সঙ্গে নাচলে, রাজকন্যা ছায়ার একেবারে প্রেমেই পড়ে গেলো। তারপরের নাচটাও আবার একসঙ্গে নাচলেন, তখন আরেকটু হলেই রাজকন্যা তাকে প্রেমই নিবেদন করে বসতেন। কিন্তু রাজকন্যা ছিলেন বুদ্ধিমতী, চালাকচতুর তিনি একটু হুঁশিয়ার হয়ে গিয়ে নিজের দেশের কথা ভাবলেন, প্রজাদের কথা ভাবলেন, তাঁকে তো দেশ শাসন করতে হবে--- তার জন্যে একটু অন্যরকম এলেম চাই। মনে - মনে তিনি নিজেকে বললেন, 'ইনি খুব জ্ঞানী সন্দেহ নেই, আর ইনি নাচতেও পারেন ভালো, এই দুটোই শুভ লক্ষণ, তবে এঁর কি নিরেট সব তথ্য-টথ্য জানা আছে, এঁর জ্ঞানের ভিত্তিটা খাঁটি আর গভীর? এটা একটু যাচাই করে দেখে নিতে হবে।' এই ভেবে তিনি ছায়াকে একটা খুব কঠিন প্রশ্ন জিগেস করে বসলেন, যার উত্তর তিনি নিজেও জানতেন না। আর প্রশ্নটা শুনেই ছায়া একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো।
রাজকন্যা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী? এই প্রশ্নটার উত্তর আপনার জানা নেই?'
'ধুর, এ আবার এমন কী কঠিন প্রশ্ন? স্কুলের বাচচা ছেলেরাও তো এর জবাবটা জানে' ছায়া একটু মুখ বেঁকিয়েই বললে, 'দরজার কাছে আমার ছায়া বসে আছে দেখছেন তো, সে পর্যন্ত এই প্রশ্নটার ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারবে--- এ-বিষয়ে অ

ামার কোনো সন্দেহই নেই।'
'আপনার ছায়া।' রাজকন্যা ভারি অবাক হয়ে গেলেন,। 'তার কাছে যদি উত্তরটা পাওয়া যায়, তবে সে তো একটা দাণ স্মরণীয় ঘটনা হবে।'
'আমি অবশ্য ঠিক জানি না উত্তরটা সে দিতে পারবে কি না', ছায়া বেশ হুঁশিয়ার আছে, 'তবে সে পারবে বলেই আমি অ াশা করছি। পারাই উচিত তার। অ্যাদ্দিন ধরে সে আমার গায়ে - গায়ে লেপটে আছে, আমার সব কথাবার্তা শুনেছে, সম্ভবত মনেও রেখেছে সব। তবে আপনাকে একুট সাবধান করে দেওয়া ভালো, কারণ নিজেকে মানুষ বলে ভেবে - ভেবে সে প্রায়- মানুষই হয়ে গেছে, দেমাকটা ওর বেশি কি না, তাই ওর সঙ্গে যদি মানুষের মতো ব্যবহার করা না - হয়, তবে ওর মেজাজ চড়ে যায়, আর একবার মেজাজ অমন চড়ে গেলে ও হয়তো কোনো উত্তরই দেবে না। ওকে মানুষ বলেই গণ্য করা হচ্ছে, এমন ভঙ্গি তে যদি ওকে প্রশ্নটা করতে পারেন, তবে ওর মেজাজ বেশ শরীফ থাকবে, আর ধীরে - সুস্থে প্রশ্নের উত্তরটাও দিয়ে দেবে। নইলে কিন্তু নয়।'
'বাঃ, এতো দেখছি ভারি মজার ব্যাপার!' বললেন রাজকন্যা।
রাজকন্যা চলে গেলেন দরজার কাছে, বিদ্বান ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে; কত কথা হলো দুজনে, সূর্য আর চাঁদ নিয়ে, কথা হলো মানুষের শরীর আর রোগব্যাধি কেমন করে ঠেকানো যায় সে নিয়ে, দেশবিদেশের মানুষজন নিয়ে; আর বিদ্বান ভদ্রলোক চমৎকার বুঝিয়ে বলেন সবকিছু, ঠিকঠাক জবাবের সঙ্গে মিলে রইলো তাঁর অপরিসীম বৈদগ্ধ্যের ছাপ।
'যাঁর ছায়াই এত পণ্ডিত, এমন বিদ্বান, তিনি নিশ্চয়ই না- জানি কেমন প্রতিভাবান মানুষ', মনে - মনে ভাবলেন রাজকন্যা, 'তঁকে যদি আমি বিয়ে করি তো প্রজাদের পক্ষে তা বিশেষ কল্যাণের হবে। তা-ই করবো আমি।'
অল্পক্ষণের মধ্যেই সব কথা পাকা হয়ে গেলো, তবে এটা ঠিক হলো যে রাজকন্যা নিজে দেশে গিয়ে না - পৌঁছুনো অব্দি কথাটা চাপা থাকবে, কেউ যেন এ বিষয়ে কিছু না জানে।
'কেউ জানবে না, এমনকী আমার ছায়াও ঘুণাক্ষরেও কিছু জানবেনা', ছায়া কথা দিলো রাজকন্যাকে, আর মনে - মনে প্যঁ াচ কষে একটা ভারি বদ মৎলব খাড়া করে ফেললে।
তারপর তারা গেলো সেই দেশে, যেটা রাজকন্যার নিজের দেশ, বাড়িতে থাকলে যেখানে রাজকন্যা শাসন চালান।
'এবার বাপু, মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোনো', ছায়া বললে বিদ্বান ভদ্রলোককে। 'আমার সুখের আর শেষ নেই, ম ানুষের পক্ষে যতটা ক্ষমতা পাওয়া সম্ভব সব আমি পেতে চলেছি। সেই জন্যেই আমি তোমার জন্যে অসাধারণ কিছু করতে চাই। তুমি সবসময়ে আমার সঙ্গেই থাকবে, রাজবাড়িতে আমার সঙ্গেই চলাফেরা করবে, বছরে সেজন্যে তুমি লাখ টাকা করে পাবে। কিন্তু তার বদলে সববাই তোমায় ছায়া বলে ডাকবে, আর সেই ডাকের উত্তর তোমায় দিতে হবে। ক াউকে তুমি বলতে পারবে না যে কোনোকালে তুমি মানুষ ছিলে; এছাড়া, বছরে একবার, অলিন্দে বসে আমি যখন প্রজ াদের দেখা দেবো, তোমাকে আমার পায়ের তলায় শুয়ে থাকতে হবে--- ছায়াদের তো এটাই কাজ। এখন তোমার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি আমি রাজকন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। আজই সন্ধেবেলায় আমাদের বিয়ে হবে।'
'এতো দেখছি খ্যাপামির একটা চরম নিদর্শন', বিদ্বান ভদ্রলোক চেঁচিয়েই বলে উঠলেন। 'আমি কখ্খনো এমনতর কোনো কাজ হতে দিতে পারিনে--- করবোও না। সেটা হবে সারা দেশটার সঙ্গে জোচ্চুরি, সারা দেশের লোককে ঠকানো । র াজকন্যাকেও ঠকানো। সবাইকেই আমি বলে দেবো যে আমি হলুম রক্তমাংসের মানুষ। আর তুমিহলে শুধুমাত্র পোশাক - পরা এক ছায়া ছাড়া আর কিছুই না!'
'তোমার কথা কেউই বিশ্বাসই করবে না,' ছায়া বললে। 'একটু বুদ্ধিশুদ্ধির পরিচয় দাও, নইলে আমি কিন্তু সেপাই স ান্ত্রীদের ডেকে পাঠাবো।'
'এক্ষুনি গিয়ে খোদ রাজকন্যার সঙ্গেই সরাসরি দেখা করবো আমি', বিদ্বান ভদ্রলোক তাকে জানালো'।
'তুমি কেন? আমিই যাবো প্রথমে', ছায়া বললে, 'আর তোমাকে গ্রেফতার করা হবে, তুমি যাবে জেলে।'
আর তা-ই হলো ব্যাপারটা। সেপাই সববাই ছায়ার হুকুমই তালিম করলে; বাঃ রে, সে- ই তো রাজকন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে যে!
'এ কী! তুমি যে কাঁপছো দেখছি!' রাজকন্যার সামনে যেতেই রাজকন্য ছায়াকে দেখে বলে উঠলেন। 'হয়েছে কী তোমার?

যখন আমাদের বিয়ে হতে যাচ্ছে, তখন এমনভাবে অসুখ বাঁধিয়ে বসলে চলবে কেন?'
'উঃ ফ! কী - যে একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটে গেলো--- সাংঘাতিক। ভয়ংকর!' ছায়া যেন কাঁপতে - কাঁপতেবললে। 'কেবল একবার কল্পনা করো! উঃ ফ, ছায়া - বেচারি আচমকা অত চাপ সইতে পারেনি--- তার মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছে। শুধু একবার ভাবো--- আমার এই ছায়া কি না একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে--- সে এখন ভাবতে শু করেছে যে সে-ই হলো মানুষ, আর আমি--- কেবল একবার কল্পনা করো--- আর আমি নাকি হলুম তারই ছায়া।'
'কী সাংঘাতিক!' রাজকন্যা আঁৎকে উঠে বললেন। 'তাকে বেঁধে - ছেঁদে আটকে রাখা হয়েছে তো?'
'হ্যা, সান্ত্রীরা তাকে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু আমার একটা বিষম ভয় হচ্ছে--- সে বুঝি আর - কোনোদিনই সেরে উঠবে না।'
'বেচারি ছায়া!' রাজকন্যার গলায় দরদেরই ভাব ফুটে উঠলো। 'এ কী ভয়াবহ অসুখ বাঁধিয়ে বসলো। সে এই দুঃখ, এই কষ্টকল্পনা থেকে তাকে মুক্তি দেয়াটাই তার পক্ষে মঙ্গলের হবে। আমার মনে হচ্ছে গোপনে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে আমাদের। ব্যাপারটা খুবই জরি।'
'সত্যিই, ব্যাপারটা মর্মান্তিক, নিদাণ!' ছায়া বললে। 'সে তো অ্যাদ্দিন আমার বিশ্বাস ভৃত্যই ছিলো। আর এখন কি না এমনভাবে তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে!' ছায়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবার ভান করলে।
সেই রাতে সারা শহর সাজলো আলোয়, ঝলমল করে উঠলো চারদিক, বুম বুবুম বুমুম বুম আওয়াজ একের পর এক তোপ দাগা হলো, আর সেপাই - সান্ত্রীরা সারা শহরে বেজায় কায়দা করে কুচকাওয়াজ করে বেড়ালে। একেই বলে বিয়ের মতো বিয়ে! রাজকন্যা আর ছায়া অলিন্দে এসে দাঁড়ালো প্রজাদের কাছে দেখা দেবার জন্যে, আর প্রজারা নিচে দাঁড়িয়ে তুমুল হর্ষধবনি করে অভিনন্দন জানালো নতুন দম্পতিকে।
বিদ্বান ভদ্রলোক কিন্তু এত শোরগোল হৈ-হুল্লোড়ের কিছুই জানতে পেলেন না বিয়ের আগে জল্লাদের কুঠার তাঁর ধর থেকে মুণ্ডুটাকে খসিয়ে দিয়েছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com